দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 JUN 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 5

নিয়মিত পড়াশুনা ও পরীক্ষা গ্রহণ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে

॥ মোহাম্মদ শাহজাহান ॥

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানি, পড়াশোনায় বাধা এবং শিক্ষকদের যোগ্যতা ও নৈতিকতা সুনিশ্চিত করার সমস্যা শিক্ষা বিভাগের নিকট সংকট হইয়া দেখা দিয়াছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, দেশের চারিটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের নিকট স্কুল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিতভাবে ক্লাস অনুষ্ঠান, ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু অধ্যয়ন, পরিবেশ বজায় রাখা এবং সর্বোপরি যথার্থ নিরপেক্ষতায় অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করিয়া উপযুক্তভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠান কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

নিয়মিত পড়াশুনা কঠিন

(১ম পৃঃ পর)

সম্প্রতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ মফিজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনও এই সংকট লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

অন্যদিকে সরকারের উর্ধ্বতন মহল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে 'ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি' বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়াছে। এই লক্ষ্যে গত ৮ই জুন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আয়োজিত 'বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা' শীর্ষক সেমিনারে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ছাত্ররাজনীতির' নামে সশস্ত্র মাস্তানবাজিসহ নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিই যে প্রধান সংকটের কারণ বক্তাগণ সেই অভিমত দেন।

মঞ্জুরি কমিশন এই সমস্যার সমাধানে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা তৈরী করিতেছে। এই সুপারিশমালায় তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী পার্সকোর্স (যাহার মধ্যেই মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অনার্স দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে) কলেজগুলির নিকট ছাড়িয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবল মাষ্টার্স ডিগ্রী (এক ও দুই বছরের দুই ধরনের) ও উচ্চতর গবেষণা কাজের জন্য নির্ধারিত রাখার প্রস্তাব করা হইতে পারে। সেই সঙ্গে কলেজগুলিসহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি বন্ধ রাখার সুপারিশ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অবশ্য ছাত্রদের রাজনৈতিক সচেতনতা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষা সমস্যার বিষয়ে কথা বলার জন্য ছাত্র সংগঠন করার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার প্রস্তাব থাকিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলেজ শিক্ষকদের তো বটেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যয়নবিমুখতা, নিজেদের মধ্যে দলাদলি এবং সেই সকল দলাদলিতে অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রদের ব্যবহার তথা ব্যাপকভাবে পেশাগত নীতিমালা লংঘন, পরীক্ষা পরিচালনায় দুর্নীতি প্রভৃতি ব্যাপারে একাধিকবার উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী। ইহার মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ ও তাঁহাদেরকে অধ্যয়নমুখী রাখা ও নিয়মিত প্রকাশনাকে পদোন্নতির মাপকাঠি হিসাবে নিশ্চিত করার সুপারিশ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের যোগ্যতা ও পেশাগত নৈতিকতার মান ক্রমাবনতির দিকেই রহিয়াছে।

শেষোক্ত বিষয়টির ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষা কমিশনও দারুণ উদ্বিগ্ন। কমিশনের চিন্তাভাবনা হইতেছে—শিক্ষকরা শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, নিয়মিত প্রকাশনা এবং পরীক্ষা পরিচালনাসহ সামগ্রিক শিক্ষাদান কাজে পেশাগত নীতিমালা মানিয়া চলার মধ্যেই প্রকৃত যোগ্যতা নিহিত; ইহার কোন বিকল্প যেমন নাই, তেমনি শিক্ষকদের মধ্যে মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করা ছাড়াও গত্যন্তর নাই। জাতীয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে যত ভালো সুপারিশমালা পেশ করুন না কেন উহার বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি শিক্ষক সমাজ এবং তাহাদের নিজেদের ভিতরকার তাগিদ ছাড়া উপর হইতে 'পরিদর্শন ব্যবস্থা' দ্বারা কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমেও অবস্থার সামগ্রিক উন্নতি প্রায় অসম্ভব। শিক্ষা কমিশন অবশ্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে 'ছাত্র রাজনীতির নামে বিদ্যমান সশস্ত্র মাস্তানবাজি' তথা নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির অবসানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশমালার সহিত একমত নহে।

দেশের বর্তমান অর্থ-সামাজিক অবস্থায় শিক্ষা-অবকাঠামো ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া গড়ার সঙ্গতি আছে কিনা সেই বিষয়ে শিক্ষা কমিশনের চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত এবং সেই রকম সম্ভাবনার অনুপস্থিতির অভিমত দিয়া কমিশন বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্ভাব্যসংস্কারের পক্ষপাতী। কমিশনের মতে, সরকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা তথা গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাঙ্গনে মাস্তানাবাজিসহ নৈরাজ্য দূরীকরণে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ঐকামত সৃষ্টিই একমাত্র পন্থা। চার দশক ধরিয়া এ দেশে চলমান ছাত্র রাজনীতি কোন বিশেষ ব্যবস্থায় বন্ধ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া কমিশনের অভিমত। কমিশন বহির্ভূত শিক্ষাবিদদের অভিমতও একই: উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্ছেদ করার কোন প্রচেষ্টাই কোনদিন সফল হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নাই; আর সামগ্রিক রাজনৈতিক--সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই ছাত্র রাজনীতিতে লেজুড়বৃত্তি এবং সশস্ত্র মাস্তানবাজি অপরিহার্যভাবে জায়গা করিয়া লইয়াছে। জাতীয় জীবনে যথার্থ পরমতসহিষ্ণুতা তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং প্রকৃত আইনের শাসন কায়েম না হইলে শিক্ষাঙ্গনের এই নৈরাজ্য দূর করা সম্ভব নহে।